শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবন-গমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে অধিরূঢ়-দিব্যোন্মাদ প্রলাপ বর্ণিত হইতেছে। যে-সময়ে তিনি গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, কোন উড়িয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার স্কন্ধের উপর পদ দিয়া মহা-আর্ত্তির সহিত দেখিতে লাগিলে, গোবিন্দ তাহাকে নিবারণ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহার আর্ত্তি প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রেমের সময় কৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল, আবার এই স্ত্রীলোকের ব্যাপার ঘটিতেই বাহ্যদশা হওয়ায়, প্রভু কৃষ্ণ না দেখিয়া জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত কৃষ্ণদর্শন হারাইয়া প্রভুর রাগোদয় হইল ; তাহাতে আপনাকে যোগীর সহিত উপমা দিলেন ; আর সেই যোগিভাবে কিরূপে বৃন্দাবন-বাস হইতেছে, তাহার বর্ণনা করিলেন। সময় সময় প্রসিদ্ধ দশটী দশাই প্রভুতে উপস্থিত হইতে লাগিল। একদিন প্রভু তিনদ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রে ভিতর প্রকোষ্ঠে শুইয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দ ও স্বরূপ দেখেন,—দ্বার সব বন্ধ আছে, কিন্তু প্রভু অদৃশ্য! ইহা দেখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি-শিথিলতাপ্রযুক্ত মহা-দীর্ঘাকার ও অচেতন অবস্থায় পাইলেন ; কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর জ্ঞান হইলে পুনরায় ঘরে লইয়া গেলেন। আবার কোন সময় চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রমবশতঃ দ্রুতগতি যাইতে যাইতে স্তম্ভিত হইয়া কদম্বের ন্যায় মহাপ্রভুর রোমোদ্গম ইত্যাদি মহাভাবযুক্ত একটী দশা দেখা গিয়াছিল ; তখন ভক্তগণ হরিনাম-কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে শীতল করিয়া গৃহে আনিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রভুর বিপ্রলম্ভরসে অধিরূঢ় মহাভাব-বশে দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি) বর্ণন ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ২ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥ ৩ ॥

গৌরভক্ত-সমীপে চৈতন্যচরিত-বর্ণনে কৃপা-যাজ্ঞা ঃ—

জয় স্বরূপ, শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ।
শক্তি দেহ',—করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ ৪ ॥

গৌরকৃপা ব্যতীত মহাবিদ্বান্ ব্যক্তিরও প্রভুর অপ্রাকৃত দিব্যোন্মাদ-বোধে অসামর্থ্য ঃ—

প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব—গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় 'ধীর' ॥ ৫ ॥

প্রভুকৃপা-বলেই প্রভুর অপ্রাকৃত-লীলোপলব্ধি ঃ—

বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥ ৬ ॥

স্বরূপ ও রঘুনাথপ্রভুদ্বয়ের কড়চাই গৌরলীলা-বর্ণনে আকর-গ্রন্থ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ-দাস।
এই দুইর কড়চাতে এ-লীলা প্রকাশ ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রমক্রমে মন, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা যে-যে-কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখন বলিতেছি।

অনুভাষ্য

১। গৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা (কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন বিরহেণ যা বিভ্রান্তিঃ ভ্রমময়ী চেষ্টা তয়া সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকেন) মনসা বপুষা (দেহেন) ধিয়া (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) যৎ যৎ (অনুষ্ঠানং) ব্যধত্ত (চেষ্টাদিকং চকার), অধুনা (সাম্প্রতং) তল্লেশঃ (যৎকিঞ্চিৎ) কথ্যতে (উচ্যতে)।

৫। শ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জনিত অপ্রাকৃত অলৌকিক গম্ভীর উন্মাদভাব বুদ্ধিমন্তব্যক্তিগণ স্ব-স্ব-অক্ষজজ্ঞানে বুঝিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানকালে নব্য ভক্তাভিমানিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ রঙ্গিণ 'নদীয়া-নাগরী'-ভাব ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অভিনব কল্পিত উপাসনা গৌরলীলার মধ্যে প্রবেশাভাবই জ্ঞাপন করে।

৭। শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর কড়চা অর্থাৎ নিদর্শনজ্ঞাপিকা টিপ্পনীসমূহেই মহাপ্রভুর এই গম্ভীর-লীলার উদ্দেশ সূচিত হইয়াছে। যাঁহারা এই গৌরপার্ষদদ্বয়ের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়সুখলালসায় মায়াময়

স্বরূপ ও রঘুনাথপ্রভুদ্বয়ের প্রামাণ্যের কারণ ঃ—

সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে ।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে ॥ ৮ ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি' এই দুই জন ।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা-গ্রন্থন ॥ ৯ ॥
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার' ।
তার বাহুল্য বর্ণি—পাঁজি-টীকা-ব্যবহার ॥ ১০ ॥

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-ভাব-শ্রবণে তদনুসরণেই প্রেমলাভ ঃ—

তাতে বিশ্বাস করি' শুন ভাবের বর্ণন ।
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবা প্রেমধন ॥ ১১ ॥

অন্তর্দশায় প্রভুহৃদয়ে কৃষ্ণবিরহিণী রাধাদি-গোপীভাবোদয় ; শেষ সপ্তপরিচ্ছেদেই 'গৌরনাগরবাদ'-নিরাস ঃ—

কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে-দশা হৈল ।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে-দশা উপজিল ॥ ১২ ॥
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধাভাবেই বিভাবিত প্রভু, সুতরাং তাঁহাতে কৃষ্ণের সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা-বৃত্তির অভাব ঃ—

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা 'অভিমান' ।
সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯। সংক্ষেপে বাহুল্যে—স্বরূপ-গোস্বামী সংক্ষেপে এবং রঘুনাথদাস-গোস্বামী বাহুল্যে কড়চা রচনা করিয়াছেন।

১০। স্বরূপ গোস্বামী সূত্র এবং রঘুনাথ তাঁহার বৃত্তি লিখিয়াছেন ; সেই দুইটী বর্ণনাই একটু বাহুল্য করিয়া পাঁজি-টীকার (প্রস্তাবনার) ন্যায় আমি লিখিতেছি। 'পাঁজিটীকা' বা 'পঞ্জিটীকা'র অর্থ এই যে, বৃত্তিকারের মূল আকর-গ্রন্থের বিচারগুলি তুলার ন্যায় পিঁজিয়া কিছু বৃদ্ধি করিয়া বলেন।

অনুভাষ্য

সংসারে, গৌরভক্তির নাম লইয়া মনোধর্ম্মচালিত হইয়া 'রং-বেরং'-মতে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বুঝিতে অক্ষম হইয়া গৌরসেবাবিমুখ হন।

৮। এই পদ্যে জানা যায় যে, শ্রীরঘুনাথ ও অপর অনেকেই মহাপ্রভুর শেষ দিব্যোন্মাদ-লীলা সম্বন্ধে অনেক কথা স্ব-স্ব-রচিত কড়চা-গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন ; তদ্দ্বারা জগতে অনেক মঙ্গল সাধিত হইত। দুঃখের বিষয়, সেই সকল কড়চা আজ পর্য্যন্ত লোকলোচনের অগোচরীভূত অবস্থায় রহিয়া জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছেন।

৯। এই দুই গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসমূহ সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিয়া উহা অল্পবিস্তর কড়চাকারে রচনা করেন, পরন্তু যথারীতি গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

১০। সূত্র—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।" বৃত্তি—কারিকা ; "কারিকা যাতনা-বৃত্ত্যোঃ" ইত্যমরঃ ; তট্টীকায়—"সংক্ষেপেণ শ্লোকৈর্বিবরণং বৃত্তিঃ।।"*

অনুভাষ্য

১২। যে দশা হইল—সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভ।

১৩। শ্রীরাধার বিলাপ—ভাঃ ১০।৪৭।১২-২১ শ্লোকে ভ্রমরগীতা দ্রষ্টব্য।

১৪। অভিমান—(উঃ নীঃ)—"অভিমানো নিজপ্রেমোৎ-কর্ষাখ্যানং তু ভঙ্গিতঃ। সন্তু রম্যাণি ভূরীণি প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব সঃ। ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈরভিমানঃ স উচ্যতে।।"*

সদা অভিমান—সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সেবকাভিমান। যদিও শ্রীগৌরসুন্দর—স্বয়ং কৃষ্ণ, তথাপি শ্রীমতী রাধিকা-সম্মিলিত তনু বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীমতীর ভাবে অভিন্নভাবে নিমগ্ন ছিলেন। সম্ভোগময় কৃষ্ণভাবে অবস্থিত হইলে তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বাধা হয়। বর্ত্তমানকালে গৌরবিদ্বেষী অবৈষ্ণবগণ বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত ভজন-প্রণালীকে উল্টা বুঝিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বকপোল-কল্পিত 'প্রাকৃত নাগর' সাজাইয়া আপনাদিগকে 'রঙ্গের নদীয়ানাগরী' করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতেছে। বর্ত্তমানকালে 'থিয়সফিষ্ট'-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর জীবের মঙ্গলের জন্য 'বিপ্রলম্ভ-সাধনকেই সিদ্ধির একমাত্র পথ' বলিয়া প্রদর্শন করিলেও তিনি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ, সুতরাং জীবমাত্রেরই যাহার যাহা ইচ্ছা, তদ্রূপ উপাদানে তাঁহাকে গড়াইয়া ও সাজাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর স্ব-স্ব-মনঃকল্পিত উপাদানে অর্থাৎ যে কোন উপায়ে ভজন করিতে পারিবে ; তাহার প্রতিষেধ-কল্পে গৌরসুন্দর অপ্রাকৃত-বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণ-সেবার পরম চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন।

** সূত্র—স্বল্প অক্ষরবিশিষ্ট, সন্দেহশূন্য, সারবান্, সর্ব্বতোগামী, সফল এবং নির্দ্দোষ বাক্যই 'সূত্র' বলিয়া পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। অমরকোষে 'কারিকা'র অর্থ নরক-যাতনা, শ্লোক বলা হইয়াছে। উহার টীকা,—সংক্ষেপে শ্লোকসমূহদ্বারা বিবরণই 'বৃত্তি'।*

** ভঙ্গিতে নিজ-প্রেমের উৎকর্ষ-খ্যাপনই 'অভিমান' বলিয়া কথিত—(উঃ নীঃ ৯।২৩)। বহু মনোজ্ঞ বস্তু থাকুক, কিন্তু ইহাই আমার প্রার্থনীয়—এইরূপ যে নির্ণয় হইয়া থাকে, তাহাই পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক 'অভিমান' বলিয়া কথিত হয়—(উঃ নীঃ ১৪।১৯)।*

প্রভুর অধিরূঢ়-মহাভাবে দিব্যোন্মাদ ঃ—

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়?
অধিরূঢ়-ভাবে দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ হয় ॥ ১৫ ॥

দিব্যোন্মাদের সংজ্ঞা ও তাহার প্রকারভেদ ঃ—
উজ্জ্বলনীলমণিতে স্থায়িভাব-প্রকরণে (১৯০)—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধার কিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর দিব্যোন্মাদ
(উদ্‌ঘূর্ণা)-দৃষ্টান্ত ঃ—

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে,—দেখিলা স্বপন ॥ ১৭ ॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর-দেহ, মুরলীবদন।
পীতাম্বর, বনমালা, মদনমোহন ॥ ১৮ ॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯ ॥
দেখি' প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হৈলা।
'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু'—এই জ্ঞান কৈলা ॥ ২০ ॥

জাগ্রদবস্থায় (বাহ্যদশায়) প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ ঃ—

প্রভুর বিলম্ব দেখি' গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে 'স্বপ্ন'-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা ॥ ২১ ॥

অভ্যাসে নিত্যকৃত্য-সম্পাদন ঃ—

দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি' সমাপন।
কালে যাই' কৈলা জগন্নাথ-দরশন ॥ ২২ ॥

গরুড়স্তম্ভ হইতে প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

যাবৎকাল দর্শন করেন গরুড়ের আগে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥ ২৩ ॥

এক উড়িয়া স্ত্রীলোকের অজ্ঞাতসারে প্রভুস্কন্ধে
পদার্পণপূর্ব্বক জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

উড়িয়া এক স্ত্রী ভীড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি' দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥ ২৪ ॥

তদ্দর্শনে গোবিন্দের সেই স্ত্রীলোককে অবরোপণ ঃ—

দেখিয়া গোবিন্দ ব্যস্তে সেই স্ত্রীরে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণদর্শনদ্বারা কৃষ্ণের সেবাসুখ-বিধানহেতু
স্ত্রীমূর্ত্তিকে অপ্রাকৃত কার্ষ্ণজ্ঞান ঃ—

"'আদিবস্যা' এই স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ-দরশন ॥" ২৬ ॥

সেই স্ত্রীলোকের তৎক্ষণাৎ অবতরণ ও প্রভুকে প্রণাম-
পূর্ব্বক স্বদৈন্যোক্তি-জ্ঞাপন ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে সেই নারী ভূমেতে নামিলা।
মহাপ্রভুরে দেখি' তাঁর চরণ বন্দিলা ॥ ২৭ ॥

তৎপ্রেমার্ত্তিদর্শনে প্রভুর স্বদৈন্যোক্তিপূর্ব্বক গুরুজ্ঞানে স্তুতি ঃ—

তার আর্ত্তি দেখি' প্রভু কহিতে লাগিলা।
"এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা!! ২৮ ॥

অক্ষজজ্ঞানে কৃষ্ণসেবককে 'স্ত্রী-পুরুষাদি' বাহ্য-
পরিচয়ে দর্শননিষেধ-শিক্ষা-দান ঃ—

জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥ ২৯ ॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়!! ৩০ ॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈলুঁ জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথে দেখি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত গোপীভাবময় প্রভুর সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন ঃ—

স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলী-বদন ॥" ৩২ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ ঃ—

এবে যদি স্ত্রীরে দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥ ৩৩ ॥

কুরুক্ষেত্রে বাসুদেব-দর্শনে শ্যামবিরহিণী গোপীভাবময় প্রভু ঃ—

কুরুক্ষেত্রে দেখি' কৃষ্ণে ঐছে হৈল মন।
'কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাঙ, কাঁহা বৃন্দাবন??' ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। মোহনাখ্য-ভাবের কোনপ্রকার গতিক্রমে ভ্রমাভা হইলে 'বৈচিত্রী'-নামে দিব্যোন্মাদের উদয় হয়। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি—দিব্যোন্মাদের বহুভেদ-বিশেষ।

অনুভাষ্য

১৬। কামপি (অনির্ব্বচনীয়াং) গতিম্ (অবস্থাম্) উপেয়ুষঃ (প্রাপ্তস্য) সতঃ এতস্য মোহনাখ্যস্য (মোহনম্ আখ্যা যস্য তস্য) ভ্রমাভা (ভ্রমস্য ইব আভা যস্যাঃ সা) কাপি (অপূর্ব্বা) বৈচিত্রী (চমৎকারিতা-প্রতিপাদিকা-বৃত্তিবিশেষরূপা) দিব্যোন্মাদঃ ইতি ঈর্য্যতে (কথ্যতে); উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাঃ বহবঃ তদ্ভেদাঃ (দিব্যোন্মাদভেদাঃ) মতাঃ (কথিতাঃ)।

২০। রসে আবিষ্ট হৈলা—তন্ময়তা লাভ করিল।

২৫। গরুড়ে চড়ায় বৈষ্ণবাপরাধ এবং প্রভুর স্কন্ধে পদ দেওয়ায় ভগবচ্চরণে অপরাধ—এই আশঙ্কায় ব্যস্ততার সহিত গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোককে বর্জ্জন অর্থাৎ নামাইয়া দিলেন।

২৬। আদিবস্যা—অন্ত্য, ১০ম পঃ ১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮। আর্ত্তি—দর্শনাগ্রহ ; জগন্নাথদর্শনের আগ্রহে হিতাহিত-

কৃষ্ণসঙ্গ-বঞ্চিতা গোপীভাবে কাতর প্রভু ঃ—

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা ঐছে ব্যগ্র হইলা ।
বিষণ্ণ হঞা প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর মহাভাব-চেষ্টা ঃ—

ভূমির উপর বসি' নিজ-নখে ভূমি লিখে ।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছুই না দেখে ॥ ৩৬ ॥
"পাইনু বৃন্দাবননাথ, পুনঃ হারাইনু ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ? কাঁহা মুই আইনু??" ৩৭ ॥

অর্দ্ধবাহ্যদশার লক্ষণ ঃ—

স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন ।
বাহ্য হৈলে হয়—যেন হারাইনু ধন ॥ ৩৮ ॥

দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভুর অভ্যাসে নিত্যকৃত্যাদি-সম্পাদন ঃ—

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করেন গান-নৃত্য ।
দেহের স্বভাবে করেন স্নান-ভোজন-কৃত্য ॥ ৩৯ ॥

রাত্রিতে স্বরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ ঃ—

রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দে লঞা ।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥ ৪০ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজ্ঝিত-দেহগেহঃ ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥৪১॥

কৃষ্ণসঙ্গবঞ্চিত প্রভুর দিব্যোন্মাদ (চিত্রজল্প) ঃ—

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল ।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি', কহে—"হাহা হরি হরি",
ধৈর্য্য গেল, হইলা চপল ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের আকর্ষণশক্তির বলে দশদশাপ্রাপ্তি-বর্ণন ঃ—

"শুন, বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী ।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥ ৪৩ ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর ।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি', তৃষ্ণা-লাউ-থালী ধরি',
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর ॥ ৪৪ ॥

চিন্তা, মলিনাঙ্গতা ও প্রলাপ-দশা ঃ—

চিন্তা-কান্থা উড়ি' গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন-কায়,
'হাহা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর ।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলি নিল মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ ৪৫ ॥

তানব-দশা ঃ—

ব্যাস, শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

উন্মাদ-দশা ঃ—

দশেন্দ্রিয়ে শিষ্য করি', 'মহা-বাউল' নাম ধরি',
শিষ্য লঞা করিল গমন ।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়-ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি' গেলা বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম,
বৃক্ষ-লতা গৃহস্থ-আশ্রমে ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। আমার আত্মা কৃষ্ণরূপ বিত্তকে একবার প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ হারাইয়া বিষাদক্রমে দেহগেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাপালিক-যোগীর ধর্ম্ম গ্রহণ করত স্বীয় ইন্দ্রিয়রূপি-শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে 'উপমালঙ্কার' দ্রষ্টব্য।

৪৩-৫১। মহাপ্রভু কহিলেন,—কৃষ্ণমাধুরীতে লোভ করিয়া বেদধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার মন যোগী হইয়া ভিখারী হইয়াছে। মন যোগী হইয়া, যোগিগণ যেরূপ শঙ্খকুণ্ডল ধারণ করে, সেইরূপ কৃষ্ণলীলা-মণ্ডলকে শুদ্ধ শঙ্খমণ্ডলরূপে ধারণ করিয়াছে। সামান্য যোগিদিগের শঙ্খকুণ্ডল শঙ্খারিগণই প্রস্তুত করে, কিন্তু আমার মনোরূপ যোগীর কৃষ্ণলীলামণ্ডলরূপ ভাগবতকুণ্ডল সাক্ষাৎ বাদরায়ণ শ্রীশুকরূপ কারিকর গঠন

অনুভাষ্য

বিবেচনারহিত হইয়া পরম-বন্দনীয় মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গে অজ্ঞাত-সারে পদক্ষেপ করিয়াছিল।

৪১। প্রাপ্ত-প্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ (আদৌ প্রাপ্তং নয়নসরণীলব্ধং, পশ্চাৎ প্রণষ্টং পুনঃ নষ্টম্ অদৃষ্টম্ চ, অচ্যুতবিত্তম্ অচ্যুতরূপবিত্তং যেন সঃ) বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ (বিষাদেন কৃষ্ণবিরহজ-ক্লেশেন উজ্ঝিতঃ ত্যক্তপ্রায়ঃ দেহ এব গেহঃ যেন সঃ) গৃহীত-কাপালিক-ধর্ম্মকঃ (গৃহীতঃ অঙ্গীকৃতঃ কাপালিকস্য যোগিবিশেষস্য ধর্ম্মঃ নৈসর্গিকস্বভাবাদিকঃ যেন সঃ) মে (মম) আত্মা (শুদ্ধমনঃ) সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ (ইন্দ্রিয়াণ্যেব শিষ্যবৃন্দানি তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ) বৃন্দাবনং যযৌ।

৪৫। পাঠান্তরে—'লোভের ঝুল্‌নী মাথে'; 'ঝুল্‌নী'-শব্দে শিরোদেশস্থ আবরণযোগ্য বসন।

৪৬। তর্জ্জ—(আরবী ভাষায় তর্জ্জা) দুই দলের মধ্যে সঙ্গীতে পরস্পরের উত্তর-খণ্ডন ; কবি-গান ও ঝুমুরের সম-জাতীয়।

তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যগণে ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণগুণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ,পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ ।
তা-সবার গ্রাস-শেষে, আনি' পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ ৪৯ ॥

জাগর দশা ঃ—

শূন্যকুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ ৫০ ॥

ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু (প্রলয়)-দশা ; চিত্রজল্প ঃ—

মন কৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয় ।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাঞা,
শূন্য মোর শরীর আউলায় ॥" ৫১ ॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রোষিতভর্ত্তৃকা গোপীর দশদশাযুক্ত কৃষ্ণবিরহী প্রভু ঃ—

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয় ।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥ ৫২ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১৬৭)—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা ।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥ ৫৩ ॥

এই দশ-দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি-দিনে ।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে ॥ ৫৪ ॥

রায়কর্ত্তৃক প্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভাবোপযোগি-কালোচিত শ্লোকপাঠ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু মৌন করিলা ।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিয়াছেন। যোগী যাহা যাহা চায়, আমার মনরূপ যোগী তাহা তাহা স্বীকার করিয়াছে। সামান্য যোগীর অলাবু-নির্ম্মিত কমণ্ডলু ও স্থালী (ভিক্ষাপাত্র) থাকে, আমার মনরূপ যোগী কৃষ্ণতৃষ্ণা-রূপ লাউর থালি করিয়াছে,—'কৃষ্ণ পাইব', এই আশারূপ ঝুলি কাঁধের উপর ঝুলাইয়াছে,—আর, 'কি উপায়ে কৃষ্ণ পাইব', এই চিন্তারূপ কাঁথা গায় পরিয়াছে। যোগিগণ পাংশু-বিভূতি ধারণ করেন, আমার মনরূপ যোগী ধূলিবিভূতিদ্বারা মলিনাকার হইয়াছে, সকল কথায় 'হা হা কৃষ্ণ' এইরূপ প্রলাপবাক্যে উত্তর দিয়া থাকে। সামান্য-যোগিগণ দ্বাদশটী বলয় হাতে পরিয়া থাকেন, আমার মনরূপ যোগীর হাতে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, মনের বেগ, কম্প-বিকার, নিশ্বাস, চাপল্য ও চিন্তা,—এই দ্বাদশটী বলয় শোভা পাইতেছে ; কৃষ্ণমাধুর্য্যে লোভরূপ ঝুলি মস্তকে বাঁধি-য়াছে ; উহা আবার ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষীণ-কলেবর। ব্যাস-শুকাদি যে-সকল যোগী নির্ম্মলাত্মরূপ কৃষ্ণের ব্রজলীলাসকল ভাগবতাদিশাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন, আমার মনরূপ যোগী তাঁহাদের কৃত তরজা-সকল সতত পাঠ করিয়া থাকে। বাউল যোগিগণ যেরূপ দশদশটী শিষ্য করেন, আমার মনরূপ যোগী 'মহাবাউল' নাম ধরিয়া দশটী ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করত আমার দেহরূপ নিজালয়ে বিষয়-ভোগরূপ মহাধন পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গিয়াছে। শিষ্যগণ বৃন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমস্ত প্রজাবর্গ এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমিগণের ঘরে ভিক্ষাটন করত ফল-মূলপত্র-সেবনরূপ বৃত্তি আচরণ করিতেছেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ,—এই সকল সুধা সর্ব্বদা আস্বাদন করেন, তাঁহাদের ভোজনাবশেষ আনিয়া জ্ঞানে-ন্দ্রিয়রূপ পঞ্চশিষ্য সেই প্রসাদভক্ষণদ্বারা জীবন রক্ষা করেন। সামান্য যোগিগণ যেরূপ এক-কোণে বসিয়া ধ্যান করেন, আমার মনরূপ যোগীও কৃষ্ণশূন্য কুঞ্জমণ্ডপের কোণে শিষ্যগণের সহিত কৃষ্ণধ্যানে যোগ অভ্যাস করে। কৃষ্ণ—নির্ম্মলাত্মস্বরূপ ; আমার মনযোগী তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে চায়, না পাইয়া ধ্যানে রাত্রি জাগরণ করে। মন কৃষ্ণ-বিয়োগী হইয়া অতি-দুঃখে এই যোগি-দশা লাভ করত সেই কৃষ্ণবিচ্ছেদ-অবস্থায় দশ-দশা প্রাপ্ত হয়, সেই দশায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মন আর যোগী হওয়া বিফল দেখিয়া পলায়ন করিল ; আমার শরীর শূন্য হইয়া রহিল। এই শেষ আলঙ্কারিক-প্রয়োগে প্রলয়াবস্থা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল।

৫৩। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু,—এই দশটী দশা।

অনুভাষ্য

৫১। কাপালিকগণ—যোগিবিশেষ ; তাহারা নরকপাল অর্থাৎ মস্তকের খুলি লইয়া বিচরণ করে। তাহাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাবলীর সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এই অংশ বর্ণিত হইয়াছে। কাপালিকগণ—অবৈদিক ও অস্পৃশ্য, সুতরাং অবৈষ্ণব ; তাহাদের ব্যবহারেরই উপমা-মাত্র গৃহীত হইয়াছে।

৫৩। [অত্র প্রবাসাখ্যে বিপ্রলম্ভে দশ দশাঃ কথিতাঃ]—চিন্তা (অভীষ্টলাভোপায়ধ্যানং), জাগরঃ (নিদ্রারাহিত্যং), উদ্বেগঃ (মনঃকম্পবিশেষঃ), তানবং (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা (অঙ্গমালিন্যং), প্রলাপঃ (অসম্বদ্ধবচনং), ব্যাধিঃ, উন্মাদঃ (বিভ্রম-চেষ্টাসম্পন্নঃ) মোহঃ (চিত্তবিভ্রান্তিঃ), মৃত্যুঃ (স্পন্দনাভাবঃ)।

উদাহরণ-মালা-লিখিত হইতেছে ; তন্মধ্যে—

(১) 'চিন্তা'—যথা হংসদূতে—"যদা যাতো গোপীহৃদয়-

অনুভাষ্য

মদনো নন্দসদনান্মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুরুন্ধন্ মধুপুরীম্। তদামাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈরগাধায়াং বাধাময়-পয়সি রাধা বিরহিণী।।"

অর্থাৎ, অক্রূরের অনুরোধে নন্দগৃহ হইতে। গোপীহৃদানন্দ যবে গেল মথুরাতে।। তবে বিরহিণী রাধা উদ্‌ঘূর্ণিতমনা। তীব্র-পীড়া-জলরূপা উৎকট ভাবনা।। নিজের বিনাশ-চিন্তা-ব্যাকুলতা-ফলে। ডুবিল অতলস্পর্শ-চিন্তানদী-তলে।। 'আমার সন্ধান লাগি' প্রিয়তম কৃষ্ণ। ভাবিকালে ব্রজে আসি' হইয়া সতৃষ্ণ।। আমার মরণ-কথা যবে লোকমুখে। শুনিবে, হৃদয়ে কভু না পাইবে সুখে।। দয়িতের দুঃখ-ভার বিচার করিয়া। কভু মৃত্যু-বাঞ্ছা নাহি করে মোর হিয়া।।'

(২) 'জাগরঃ'—যথা পদ্যাবলীতে—"যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ। অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী।।"

অর্থাৎ, প্রিয়সখী বিশাখাকে রাধা-ঠাকুরাণী। নিজে ভাগ্য-হীনা জানি কহিলেন বাণী।। 'প্রিয়তম-দরশন স্বপনের কালে। যে নারীর ঘটে, তার ধন্য লিখে ভালে।। কৃষ্ণের গমন হলে নিদ্রা-রূপা অরি। ছাড়িয়াছে মম সঙ্গ সাধিতেছে বৈরী।।'

(৩) 'উদ্বেগঃ'—যথা হংসদূতে—"মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ। ইয়ং বন্দে মূর্দ্ধা সপদি তমুপায়ং কথয় মে, পরামৃশ্যে যস্মাদ্ধৃতি-কণিকয়াপি ক্ষণিকয়া।।"

অর্থাৎ, ললিতাকে কহে রাধা,—'সুমুখি ললিতে। দহিছে হৃদয় মম, না পারি বলিতে।। হায় কি করিবে, দেখি,—জলধি অপার। নমি আমি তব পদে, করহ বিচার।। উপদেশ দাও মোরে,—কিবা আমি করি। ক্ষণেকের তরে কিছু ধৈর্য্য কিসে ধরি।।'

(৪) 'তানবং', যথা—"উদঞ্চদ্বক্ত্রাম্ভোরুহবিকৃতিরন্তঃকলুষিতা, সদাহারাভাবগ্লপিতকুচকোকা যদুপতে। বিশুষ্যন্তি রাধা তব বিরহতাপাদনুদিনং, নিদাঘে কুল্যেব ক্রশিম পরিপাকং প্রথয়তি।।"

অর্থাৎ, উদ্ধব ফিরিয়া যবে কৃষ্ণ-সন্নিধানে। রাধিকা-বিশাখা-বার্ত্তা কৃষ্ণ তার স্থানে।। জিজ্ঞাসিল, তদুত্তরে উদ্ধব কহিল। মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র সাগ্রহে শুনিল।। 'যদুপতে, কি বলিব সেই সব কথা। তোমার বিরহে রাধা পায় যে যে ব্যথা।। মলিন বিবর্ণ তাঁর বদন-কমল। সুবিষাদ-দৈন্যে ঢাকা অন্তরের স্থল।। আহার-অভাবে বক্ষশ্চকোরিকাদ্বয়। গ্লানিযুক্ত দেখিয়াছি, শুন রসময়।। নিদাঘে সলিল যেন শুকাইয়া যায়। তোমার বিরহতাপে রাধা ক্ষীণকায়।।'

(৫) 'মলিনাঙ্গতা', যথা—"হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যানন-শ্রীঃ, খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমৌষ্ঠী। অঘহর শরদর্কোত্তা-পিতেন্দীবরাক্ষী তব বিরহবিপত্তিম্লাপিতাসীদ্বিশাখা।।"

অর্থাৎ, উদ্ধব কহেন,—'শুন, অঘহর মম। খরতর-বায়ুভরে বন্ধুতরু-সম।। বিশাখার ওষ্ঠ শুষ্ক বিরহ-কাতরা। হিমপুঞ্জশীর্ণ-পদ্মতুল্য-বিম্বাধরা।। বিরহ-বিপত্তিবশে বিশাখা সুদীনা। শারদীয়-রবিতপ্ত-কুমুদনয়না।।'

(৬) 'প্রলাপঃ', যথা ললিতমাধবে—"ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ, ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ। ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধির্নিধির্ম্ম, সুহৃত্তমঃ ক্ব তব হন্ত হা ধিগ্বিধিঃ।।"

অর্থাৎ, প্রোষিতভর্ত্তৃকা রাধা বিলাপ-কাতর। বলে,—'সখি, কোথা নন্দকুলশশধর।। শিখিচন্দ্র-অলঙ্কার কোথা গেল বল। গম্ভীরমুরলী-রবকারী কোথা গেল।। ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি পুরুষ উত্তম। রাসরসতাণ্ডবী বা তব সুহৃত্তম।। মম প্রাণরক্ষৌষধিনিধি কোথা বল। ধিগ্ বিধি, ভাগ্যে লিখেছিলে এই ফল??

(৭) 'ব্যাধিঃ',—যথা ললিতমাধবে—"উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশূল্যাদপি। তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্ম্মমায়ং বলী মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ।।"

অর্থাৎ, বিরহিণী রাধা কহে,—'শুন গো ললিতে। কৃষ্ণের বিরহ-জ্বর না পারি বর্ণিতে।। মৃণ্ময় সম্পুটে তপ্ত যেরূপ কনক। গরলাদি হইতেও ক্ষোভের জনক।। বজ্র হইতে সুদুঃসহ বিদ্ধ শল্য। যেন যন্ত্রণায় তীব্রবিসূচিকাতুল্য।। সজনি, আমার মর্ম্ম ভেদিতেছে যেই। অতিশয় পরাক্রমবলে বলী সেই।।

(৮) 'উন্মাদঃ', যথা—"ভ্রমতি ভবনগর্ভে নির্নিমিত্তং হসন্তী প্রথয়তি তব বার্ত্তাং চেতনাচেতনেষু। লুঠতি চ ভুবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে বিষমবিরহখেদোদ্গারিবিভ্রান্তচিত্তা।।"

অর্থাৎ, উদ্ধব কহেন,—'তব বিরহ-কাতরা। হে মুরারে, রাধা অকারণে হাস্যপরা।। গৃহমধ্যে ভ্রাম্যমাণা প্রশ্ন যারে তারে। সচেতন-অচেতনে কিছু না বিচারে।। বিষম বিরহ-খেদে বিধুরা রাধিকা। বিভ্রান্তের বশে এবে লুটিছে মৃত্তিকা।।'

(৯) 'মোহঃ', যথা—"নিরুদ্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তা, পরিভবং বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্পলহরীম্। ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহমূর্চ্ছা সহচরী।।"

অর্থাৎ, ললিতা কৃষ্ণের স্থানে লিখিল পত্রিকা। 'তব সুবিচ্ছেদে মূর্চ্ছা লভিয়া রাধিকা।। হে কংসারে, সাচিব্যের বিধাতা হইয়া। দৈন্যসিন্ধু হরে, চিত্ত-বিকার শমিয়া।। বলে বাষ্প-তরঙ্গের স্তম্ভন করিয়া। রাধা আছেন তব গুরুচিন্তা লইয়া।। নারীবধরূপ

স্বরূপের তত্তদ্ভাবকালীয় গানদ্বারা প্রভুর
চেতন-সম্পাদন ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা-গান ।
দুই জনে কিছু কৈলা প্রভুর বাহ্য-জ্ঞান ॥ ৫৬ ॥

গৃহমধ্যে প্রভু শায়িত ঃ—

এইমত অর্দ্ধরাত্রি কৈলা নির্যাপণ ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইলা শয়ন ॥ ৫৭ ॥

সকলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন ঃ—

রামানন্দ-রায় তবে গেলা নিজ ঘরে ।
স্বরূপ-গোবিন্দ দুঁহে শুইলেন দ্বারে ॥ ৫৮ ॥

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রভুর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ঃ—

সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ ।
উচ্চ করি' কহে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৯ ॥

কীর্ত্তন ও শব্দের অভাবে প্রভুকে সকলের
অন্বেষণ ও অপ্রাপ্তি ঃ—

শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈলা দূরে ।
তিনদ্বার দেওয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে !! ৬০ ॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভুরে না দেখিয়া ।
প্রভু চাহি' বুলে সবে ব্যাকুল হঞা ॥ ৬১ ॥

প্রভুকে অচেতনাবস্থায় প্রাপ্তি ঃ—

সিংহদ্বারের উত্তর-দিশায় আছে এক ঠাঞি ।
তার মধ্যে পড়ি' আছেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৬২ ॥

স্বরূপাদি ভক্তের হর্ষ ও বিষাদ ঃ—

দেখি' স্বরূপ-গোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা ।
প্রভুর দশা দেখি' পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥ ৬৩ ॥

তদবস্থ প্রভুর বর্ণন ঃ—

প্রভু পড়ি' আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ-ছয় ।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ ৬৪ ॥
এক এক হস্ত-পাদ—দীর্ঘ তিন হাত ।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্মে আছে মাত্র তাত ॥ ৬৫ ॥
হস্ত, পাদ, গ্রীবা, কটি, অস্থি, সন্ধি যত ।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হঞাছে তত ॥ ৬৬ ॥
চর্ম্মমাত্র উপরে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা ।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ৬৭ ॥
মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান-নয়ন ।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥ ৬৮ ॥

স্বরূপের উচ্চৈঃস্বরে প্রভুকর্ণে কৃষ্ণনামোচ্চারণ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া ।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ ঃ—

বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥ ৭০ ॥
চেতন পাইতে অস্থি-সন্ধি লাগিল ।
পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল ॥ ৭১ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস ।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৭২ ॥

কাশীমিশ্র-গৃহে কৃষ্ণবিরহগ্রস্ত প্রভুর দশা ঃ—
স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৪)—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় লোকসমাগম-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

সিংহদ্বারে দেখি' প্রভুর বিস্ময় হইলা ।
"ক্যা কর, কিবা"—এই স্বরূপে পুছিলা ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮। উত্তান-নয়ন—চক্ষু উপরের দিকে উঠিয়াছে।

৭৩। কোন সময়ে কাশীমিশ্রের বাটীতে কৃষ্ণবিরহে প্রভুর সন্ধিসকল শ্লথ হইয়া হস্তপদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। ভূমিতে কাকুস্বরে বিকলভাবে গদ্গদ-বচনে লুটিতে লুটিতে রোদনকারী সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

অনুভাষ্য

মহানিধি আশা করি। শ্রীরাধা-বিষয়ে তুমি চিন্তা পরিহরি'।। আজি বা আগামী কল্য লভিবে সন্দেশ। সুখে অবস্থান কর, আনন্দে বিশেষ।।'

অনুভাষ্য

(১০) 'মৃত্যুঃ',—যথা হংসদূতে—"অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যং নবনবা, পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা। স চেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমসি ধিগিমাং তুলশকলং, যদেতস্যা নাসানিহিত-মিদমদ্যাপি চলতি।।"

অর্থাৎ, মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণে তিরস্কার করি'। হংসদ্বারে কহে দেবী ললিতা-সুন্দরী।। 'রাসক্রীড়া-রসময়, রসের কারণে। বেঁধে-ছিলে রাধিকারে প্রণয়বন্ধনে।। মম প্রিয় সখী-প্রতি নিরপেক্ষ কেন। রাধিকা এসব কথা সদা স্মরে যেন।। নাসারন্ধ্রে তুলাখণ্ড পরীক্ষা করিব। শ্বাস বহিলেই ধিক্ তাহাকে জানিব।।'

৬৫। তাত—জীবনের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক উষ্ণভাব।

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে গৃহে আনয়ন ও সর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে.—"উঠ, প্রভু, চল নিজ-ঘরে ।
তথাই তোমারে সব করিমু গোচরে ॥" ৭৫ ॥

এত বলি' প্রভুরে ধরি' ঘরে লঞা গেলা ।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬ ॥

বাহ্যদশায় আসিয়া প্রভুর বিস্ময় ও নিজাবস্থা-বর্ণন ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু বড় হৈলা চমৎকার ।
প্রভু কহে,—"কিছু স্মৃতি নাহিক আমার !! ৭৭ ॥

সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান ।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান ॥" ৭৮ ॥

প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

হেনকালে জগন্নাথের পাণি-শঙ্খ বাজিলা ।
স্নান করি' মহাপ্রভু দরশনে গেলা ॥ ৭৯ ॥

প্রভুর মহাভাব-বিকার বিস্ময়জনক ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর অদ্ভুত বিকার ।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৮০ ॥

প্রভুর অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্ব মহাভাব ঃ—

লোকে নাহি দেখে ঐছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি ।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি ॥ ৮১ ॥

অপ্রাকৃত অধোক্ষজ-ভাবমুদ্রা—অক্ষজজ্ঞানীর বোধাতীত ঃ—

শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয় ।
ইতর-লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ ৮২ ॥

অপ্রাকৃত অনুভূতিতে শ্রৌতপন্থায় গ্রন্থকারের বর্ণন ঃ—

রঘুনাথ-দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি ।
তাঁর মুখে শুনি' লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ ৮৩ ॥

প্রভুর গোবর্দ্ধন-জ্ঞানে চটকপর্ব্বতাভিমুখে
মহাভাবাবেশে দ্রুতধাবন ঃ—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে ।
'চটক'-পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥ ৮৪ ॥

গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা ।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাঞা চলিলা ॥ ৮৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৮৬ ॥

সঙ্গী গোবিন্দের তৎপশ্চাদ্ধাবন ঃ—

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু চলেন বায়ুবেগে ।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥ ৮৭ ॥

কোলাহলপূর্ব্বক লোকের পশ্চাদ্ধাবন ঃ—

ফুকার পড়িল, মহা-কোলাহল হইল ।
যেই যাঁহা ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥ ৮৮ ॥

সকল ভক্তের তথায় আগমন ঃ—

স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত-গদাধর ।
রামাই, নন্দাই আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৯ ॥

পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে ।
ভগবান্-আচার্য্য—খঞ্জ, চলিলা ধীরে ধীরে ॥ ৯০ ॥

পথে স্তম্ভাদি-বিকার বর্ণন ঃ—

প্রথমে চলিলা প্রভু,—যেন বায়ুগতি ।
স্তম্ভভাব পথে হৈল, চলিতে নাহি শক্তি ॥ ৯১ ॥

প্রতি রোমকূপে মাংস—ব্রণের আকার ।
তার উপরে রোমোদ্গম—কদম্বপ্রকার ॥ ৯২ ॥

প্রতি-রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার ।
কণ্ঠে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ ৯৩ ॥

দুই নেত্রে ভরি' অশ্রু বহয়ে অপার ।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার ॥ ৯৪ ॥

বৈবর্ণ্য শঙ্খপ্রায়, শ্বেত হৈল অঙ্গ ।
তবে কম্প উঠে,—যেন সমুদ্রে তরঙ্গ ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর পতন ঃ—

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা ।
তবে ত' গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য

৭৩। ক্বচিৎ মিশ্রাবাসে (কাশীমিশ্রগৃহে) ব্রজপতিসুতস্য (নন্দনন্দনস্য) উরুবিরহাৎ (অত্যন্তবিচ্ছেদাৎ) শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাৎ (শ্লথন্ নিজনিজাশ্রয়ং ত্যজন্ শ্রীঃ শোভা সন্ধিশ্চ যয়োঃ) ভুজপদোঃ (বাহুচরণয়োঃ) অধিকদৈর্ঘ্যং দধৎ (ধারয়ন্) ভূমৌ লুঠন্ কাক্বা (কাতরয়া বাণ্যা) গদ্গদবচা বিকল-বিকলম্ (অতিশয়েন বিকলং) রুদন্ সঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ (প্রকটয়ন্) সন্ মাং মদয়তি (হর্ষয়তি)।

অনুভাষ্য

৭৪। ক্যা কর, কিবা—কেয়া করো, কেঁও।

৭৯। পাণিশঙ্খ—হস্তে ধারণযোগ্য বাদ্যমান শঙ্খ ; অথবা দ্বারোদ্ঘাটন-কালে করতালি শব্দ ; পাঠান্তরে—'পানী-শঙ্খ', (আচমনীয়) শঙ্খ।

৮৪। চটক-পর্ব্বত—বালুকার পর্ব্বত-সদৃশ উচ্চ স্তূপ ; বালির চড়াই।

৮৬। মধ্য, ১৮শ পঃ ৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দের জল-সেচন ও ব্যজনপূর্ব্বক প্রভুর চৈতন্য-সম্পাদন-চেষ্টা ঃ—

করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ সংবীজন ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর অবস্থা-দর্শনে সকলের রোদন ঃ—

স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি' কান্দিতে লাগিলা ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার-দর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি' হৈলা চমৎকার ॥ ৯৯ ॥

সকলের উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ও গোবিন্দাদির জলসেচন ঃ—

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
সুশীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥ ১০০ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ ঃ—

এইমত বহুবার কীর্ত্তন করিতে।
'হরিবোল' বলি' প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥ ১০১ ॥

হর্ষভরে সকলের হরিধ্বনি ঃ—

সানন্দে সকল বৈষ্ণব বলে 'হরি' 'হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি' ॥ ১০২ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশা ঃ—

উঠি' মহাপ্রভু বিস্মিত, ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায়, তাহা দেখিতে না পায় ॥ ১০৩ ॥
'বৈষ্ণব' দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল।
স্বরূপ-গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধাকিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর স্বীয় অবস্থা-বর্ণন ঃ—

"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল?
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥ ১০৫ ॥
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ,—যদি কৃষ্ণ করেন গোধন-চারণে ॥ ১০৬ ॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥ ১০৭ ॥
বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধাঠাকুরাণী।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনি ॥ ১০৮ ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥ ১০৯ ॥
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি' মোরে ইঁহা লঞা আইলা ॥ ১১০ ॥

কৃষ্ণসঙ্গবঞ্চিত প্রভুর ক্রন্দন, ভক্তগণেরও ক্রন্দন ঃ—

কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা, না পাইনু দেখিতে!!" ১১১ ॥
এত বলি' মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি' বৈষ্ণব করেন রোদন ॥ ১১২ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় মর্য্যাদা-প্রদর্শন ঃ—

হেনকালে আইলা পুরী, ভারতী,—দুইজন।
দুঁহে দেখি' মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥ ১১৩ ॥
নিপট্ট-বাহ্য হইলে প্রভু দুঁহারে বন্দিলা।
মহাপ্রভুরে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর তদাগমন-কারণ জিজ্ঞাসা ও পুরীর উত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"দুঁহে কেনে আইলা এত দূরে?"
পুরীগোসাঞি কহে,—"তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥"১১৫

প্রভুর লজ্জা ও ভক্তগণসহ সমুদ্রস্নানান্তে প্রসাদ-সম্মান ঃ—

লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রঘাট আইলা সব বৈষ্ণব-সনে ॥ ১১৬ ॥
স্নান করি' মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥ ১১৭ ॥

প্রভুর অপ্রাকৃত দিব্যোন্মাদ—ব্রহ্মার অগোচর ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব।
ব্রহ্মাও কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥ ১১৮ ॥

রঘুনাথদাস-কর্ত্তৃক স্বগ্রন্থে প্রভুর এই লীলা বর্ণিত ঃ—

'চটক'-গিরি-গমন-লীলা রঘুনাথদাস।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ১১৯ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৮)—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ

১০৯। কন্দরাতে—গুহাতে।

১১৪। নিপট্ট বাহ্য হইলে—অনাচ্ছাদিত বাহ্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাহ্যদশায় আসিলে।

অনুভাষ্য

৯৯। অষ্টসাত্ত্বিকবিকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

১০০। শ্রবণে—কর্ণের নিকট।

১০৪। অর্দ্ধবাহ্য—সম্পূর্ণ বাহ্য সংজ্ঞা না পাইয়া।

১০৮। করিয়া সাজনি—সজ্জিতা হইয়া।

১২০। নীলাদ্রেঃ (নীলাচলস্য) সমীপে (নিকটে) চটক-গিরিরাজস্য (সৈকতস্তূপরূপ-পর্ব্বতস্য) কলনাৎ (ঈক্ষণাৎ) অয়ে

প্রভুর অলৌকিক লীলা ঃ—

এবে প্রভু যত কৈলা অলৌকিক-লীলা ।
কে বুঝিতে পারে সেই মহাপ্রভুর খেলা ?? ১২১ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদানুসরণেই জীবের কৃষ্ণপদ-লাভ ঃ—

সংক্ষেপে কহিয়া করি দিক্ দরশন ।
যে ইহা শুনে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি-গমনরূপ-দিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। নীলাচলের নিকট সমুদ্র-বালুকা-পর্ব্বতরূপ চটক-গিরি দেখিয়া 'ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দর্শন করিব' বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ-বেষ্টিত সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ইতঃ (ক্ষেত্রাৎ) গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং (দ্রষ্টুং) ব্রজন্ অস্মি (ব্রজামি) ইতি উক্ত্বা প্রমদঃ (প্রমত্তঃ) ইব ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ (স্বরূপাদিভিঃ) অবধৃতঃ (পশ্চাদনুসৃতঃ), স গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—উপলভোগের পর মহাপ্রভুর বিলাপ উপস্থিত হইল ; কৃষ্ণ-রূপের ভাব উদিত হইল। কৃষ্ণের অদর্শনে রাস-রাত্রিতে গোপীগণ যেরূপ বনে বনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ করিয়া-ছিলেন, প্রভুরও সেইসকল ভাব উদিত হইতে লাগিল। স্বরূপ-গোস্বামী গীতগোবিন্দ হইতে একটী গান করিলে মহাপ্রভুর ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হইয়া পরমাস্বাদের বিষয় হইয়া উঠিল। সমুদ্রতীরস্থ উপবন দর্শনে বৃন্দাবন-স্মৃতি উদিত হওয়ায় এইসকল ভাব প্রবলরূপে উঠিল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহ-মহাভাবসাগরে নিমগ্ন প্রভু ঃ—

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা ।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর ।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ-কলেবর ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম ।
জয় শ্রীবাস-আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিরহপ্রেমাবেশে অচৈতন্য ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥ ৪ ॥

অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা ঃ—

কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ-বাহ্যস্ফূর্ত্তি ।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি,—তিন রীতে প্রভুস্থিতি ॥ ৫ ॥

স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক-ক্রিয়ানুষ্ঠান ঃ—

স্নান, দর্শন, ভোজন দেহ-স্বভাবে হয় ।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৬ ॥

জগন্নাথরূপী কৃষ্ণাকৃষ্ট প্রভুর হৃষীকদ্বারা গোবিন্দ-সেবা ঃ—

একদিন করেন প্রভু জগন্নাথ-দরশন ।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। দুর্গম কৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া উন্মগ্নচিত্ত গৌরহরি অনেকপ্রকার প্রেমমর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। দুর্গমে (ব্রহ্মাদীনাং সূরীণামপি অক্ষজজ্ঞানবশাৎ দুর্ব্বি-গাহ্যে) কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (কৃষ্ণভাবরূপসিন্ধৌ) নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা (নিমগ্নম্ উন্মগ্নঞ্চ চেতো যস্য তেন) গৌরেণ হরিণা (গৌর-হরিণা কৃষ্ণচৈতন্যেন) প্রেমমর্য্যাদা (প্রেম্ণঃ মর্য্যাদা) ভূরি (সুবহুলং) দর্শিতা (প্রকটীকৃতা)।

৬। কুমারের চাক—ঘটাদি-নির্ম্মাণকালে যেরূপ কুম্ভকারের চক্র পূর্ব্বপ্রদত্ত-বলে আপনা হইতে ঘুরিতে থাকে, সর্ব্বদা তাহাতে